বরাবর,

প্রকল্প পরিচালক,
প্রাণী সম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর
খামার বাড়ী, ঢাকা।

বিষয়ঃ এলডিডিপি-এর আওতায় করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের ১ম ও ২য় ধাপে প্রনোদনা প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা এলডিডিপি-এর প্রকল্প কর্তৃক নিয়োগকৃত ১৫ জন এলএসপি, যারা চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার এর ১৪টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় কর্মরত। অত্র উপজেলার এলডিডিপি-এর আওতায় করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ গবাদি পশু পালন ও মুরগি খামারিদের জন্য ১ম ধাপে ৮০০ নামের তালিকা আসে। ২য় ধাপে ২৯৩ নামের তালিকা আসে। উক্ত নামের তালিকা আমরা ১৫ জন এলএসপি ১৪টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় দেওয়ার কথা, সেখানে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার আমাদের সাথে কোন প্রকার আলোচনা না করে প্রাণী সম্পদের বাহিরের নন খামারী এজেন্টদারীদের দিয়ে মানুষের সাথে লেনসেনের মাধ্যমে উক্ত নামের তালিকা তৈরি করা হয়। যা প্রকল্পের নীতিমালা বহির্ভূত। আরো উল্লেখ্য থাকে যে, প্রোডিউসার গ্রুপের কমিটির খামারীদের মতলব উত্তর উপজেলার ৩১০ জন নামের তালিকা আসে, প্রত্যেক খামারীদের কাছ থেকে ৫-৬ হাজার টাকা দাবী করে। এ প্রকল্পের কোন কার্যক্রম স্ব-স্ব প্রকল্পের লোক বহল ছাড়া ওনার নিজস্ব লোক দ্বারা সে সম্পাদন করে থাকেন এবং যদি প্রকল্পের লোকজন এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে সে এলএসপিদের বেতন আটকে দিবে ও চাকুরী থেকে বহিষ্কার করা হবে বলিয়া হুমকি প্রদর্শন করে থাকেন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এই যে, উক্ত বিষয়ে তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে জনাবের মর্জি হয়।

নিবেদক
(সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভা এলএসপিবৃন্দ)
মতলব উত্তর, চাঁদপুর।

অনুলিপিঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।
১। মাননীয় সংসদ সদস্য, চাঁদপুর-০২।
২। চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা।
৩। জেলা প্রশাসক।